রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০০৩/ ১০ই আশ্বিন ১৪১০

এস. আর. ও নং ২৮৩/আইন/২০০৩।—Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) এর section 4 এবং section 29(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নের প্রস্তাব করিতেছে এবং প্রস্তাবিত বিধিমালার ফলে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এমন সকল ব্যক্তিদের অবগতির জন্য উক্ত Act এর section 29(2) এর বিধান মোতাবেক প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়া নিম্নে প্রাক প্রকাশ করা হইল এবং এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা হইল যে, প্রস্তাবিত বিধিমালা গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোন আপত্তি বা পরামর্শপ্রাপ্ত হইলে উহা বিবেচনা করা হইবে এবং উক্ত নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উহা চূড়ান্তভাবে জারী করা হইবে, যথা ঃ—

প্রস্তাবিত বিধিমালা

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা "কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩" নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ The Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;

(গ) "কার্বাইড" অর্থ ক্যালসিয়াম কার্বাইড;

(ঘ) "গ্যাস" অর্থ এ্যাসিটিলিন গ্যাস;

(ঙ) "জেলা কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(ছ) "ধারা" অর্থ আইনের কোন Section;

(জ) 'নমুনা সংগ্রহকারী' অর্থ আইনের ধারা ১৪(১) এর অধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঝ) "পরিদর্শক" অর্থ আইনের ধারা ১৩ (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঞ) "প্রধান পরিদর্শক" অর্থ "The Chief Inspector of Explosives; Department of Explosives";

(ট) "ফরম" অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন ফরম;

(ঠ) "বিস্ফোরক পরিদর্শক" অর্থ সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক এবং উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) "লাইসেন্স" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স;

(ঢ) "সংরক্ষিত এলাকা" অর্থ এমন সকল প্রয়োজনীয় এলাকা যেখানে এই বিধিমালার বিধানাবলী এবং লাইসেন্সের শর্ত অনুসারে কোন স্থাপনা অথবা সার্ভিস স্টেশন অথবা মজুদাগার হইতে কোন স্থাপনার অবস্থান পর্যন্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিতে হয়;

(ণ) "স্বীকৃত" অর্থ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

৩। কার্বাইডের ধারণপাত্র।—(১) কার্বাইড মজুদ ও পরিবহনের ধারণপাত্র, বিধি ৪ সাপেক্ষে, নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ইস্পাত বা স্বীকৃত অন্য কোন পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে, কিন্তু ইহার উপাদানে কোন তামা থাকিবে না;

(খ) ধারণপাত্র এমন মজবুত অবকাঠামো ও শক্ত এবং বায়ু-নিরোধীভাবে করিবার ব্যবস্থা সংযুক্ত হইতে হইবে, যাহাতে নড়াচড়াজনিত কারণে বা অন্য কোন বড় ধরণের অসতর্কতা ও অসাধারণ দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বা অনিরাপদ না হয়;

(গ) ধারণপাত্রের কার্বাইড ধারণ ক্ষমতা হইবে অনধিক একশত কিলোগ্রাম;

(ঘ) কেবলমাত্র ধারণপাত্রে কার্বাইড ভর্তি বা উহা হইতে খালাসের সময় ব্যতীত সব সময়ই বায়ু-নিরোধীভাবে বন্ধ থাকিবে;

(ঙ) কার্বাইড-শুষ্ক না রাখিলে বিপজ্জনক' (Carbide-Dangerous if not dry) সাবধানতা বাণীটি এবং 'এই প্যাকেটের মালামাল জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে অতি প্রজ্বলনীয় গ্যাস নির্গত করে' বাক্যটি পাত্রের গায়ে খোদাই, ছাপা অথবা অঙ্কনকৃত অবস্থায় প্রদর্শিত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পাত্র ব্যতীত অন্য কোন ধারণপাত্রে কার্বাইড আমদানি, পরিবহন বা মজুদ করা যাইবে না।

৪। **সনাক্তকরণ ও সতর্কীকরণ লেবেল ইত্যাদি**।—(১) ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ধারণপাত্র ও মজুদাগারে, নিম্ন আকারের লেবেল লাগাইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ড্রামের ক্ষেত্রে—অন্যূন ১০০ বর্গ সে মি.

(খ) মজুদাগারের ক্ষেত্রে—অন্যূন ২৮৯ বর্গ সে মি. (১৭ সে মি.×১৭ সে মি.)

(২) প্রত্যেক মজুদাগারে "ধূমপান বা আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ" সতর্কবাণী সম্বলিত সাইনবোর্ড অথবা লেবেল লাগাইতে হইবে, যাহার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হইবে অন্যূন ২৫ বর্গ সে. মি।

(৩) লাইসেন্সগ্রহীতার নাম ও লাইসেন্স নম্বর সাইনবোর্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতিটি কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণে স্থাপন করিতে হইবে।

৫। **কার্বাইড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন**।—(১) কার্বাইড হইতে যাহাতে কোন প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে সে কারণে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) কার্বাইড যাহাতে পানি বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে না আসে;

(খ) কার্বাইড বহন করা হয় এমন যানবাহন বা কার্বাইড মজুদ বা সংরক্ষণ করা হয় এমন স্থানে ধূমপান করা যাইবে না বা দিয়াশলাই, আগুন, বাতি বা গ্যাসে আগুন জ্বালাইতে সক্ষম এমন কোন পদার্থ আনা যাইবে না;

(গ) দৈবদুর্বিপাকে কার্বাইডে পানি বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শ ঘটিলে উহা হইতে নির্গত প্রজ্বলনীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ না ঘটে সে বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি যেখানে কার্বাইড মজুদ বা নাড়াচাড়া করা হয় অথবা গ্যাস উৎপাদন করা হয় এমন স্থানে অথবা পেট্রোলিয়াম বা কার্বাইড বহনকারী কোন যানে বা আধারে অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে এমন কোন কার্য করিবেন না বা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

(৩) কার্বাইড মজুদ, নাড়াচাড়া ও পরিবহনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বদা—

(ক) এই বিধিমালার বিধানাবলী এবং লাইসেন্সের শর্তাবলী পালন করিবেন;

(খ) অগ্নিকান্ড এবং বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বন করিবেন;

(গ) উপ-বিধি (১) এর বর্ণিত কার্য ঘটার প্রাক্কালে কোন ব্যক্তিকে প্রতিরোধ করিবেন।

৬। **অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং নেশাগ্রস্ত লোক নিয়োগ নিষিদ্ধ।**—১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিকে কার্বাইড নাড়াচাড়া বা পরিবহনের কাজে অথবা গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্টে অথবা এই বিধিমালার আওতায় লাইসেন্সকৃত কোন স্থানে নিয়োগ করা যাইবে না।

৭। **মজুদাগার, গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্ট, পরিবহন যান পরিচালনা ও তদারকিকরণ।**—এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সকৃত যে কোন কার্বাইড মজুদাগার, গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্ট অথবা পরিবহন যানের সকল কার্যাবলী লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত এমন ব্যক্তি তদারকি করিবেন।

৮। **কার্বাইড বিনষ্টকরণ।**—যদি কোন কারণে কার্বাইড ভিজিয়া যায় অথবা কার্বাইডসহ ধারণপাত্র উত্তপ্ত হয় তাহা হইলে উহা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বিনষ্ট করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) কার্বাইড গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে; অথবা

(খ) গভীর পানি পাওয়া না গেলে পৃথক খোলা স্থানে কার্বাইড এমনভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে যাহাতে কার্বাইড হইতে সমস্ত গ্যাস নির্গত না হওয়া পর্যন্ত আগুন, কৃত্রিম আলো বা গ্যাসে অগ্নিসংযোগ ঘটাইতে সক্ষম কোন বস্তু কার্বাইডের নিকটে না আসে।

৯। **কার্বাইড সরবরাহ এবং বিতরণে বাধা-নিষেধ।**—(১) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তৎকর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট কার্বাইড সরবরাহ বা বিতরণ করিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ কার্বাইড কোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহ বা বিতরণ করা যাইবে না।

(৩) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে যে পরিমাণ কার্বাইড মজুদ করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন নাই, সেই পরিমাণ কার্বাইড কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ বা বিতরণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিকট কার্বাইড সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

১০। **কার্বাইড বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।**—(১) কার্বাইড বিক্রেতা বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্রে কার্বাইড বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(২) কার্বাইড বিক্রয় বা সরবরাহের প্রাক্কালে বিক্রেতা একই সঙ্গে একের অধিক পাত্র খুলিতে পারিবেন না।

১১। **বাণিজ্যিকভাবে বিশুদ্ধ কার্বাইড।**—লাইসেন্সের অধীন হোক বা না হোক কোন কার্বাইড যাহা হইতে সৃষ্ট গ্যাসে এককভাবে বা বাতাসের সংস্পর্শে স্বতস্ফূর্ত প্রজ্বলন ঘটাইতে সক্ষম হয় না এমন ধরণের বিশুদ্ধ কার্বাইড ব্যতীত অন্য কোন কার্বাইড কোন স্থানে মজুদ বা সংরক্ষণ করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

কার্বাইড আমদানি

১২। **কার্বাইড আমদানির জন্য লাইসেন্স।**—কোন ব্যক্তি বিধি ২৯ এর শর্তাংশের বিধান সাপেক্ষে এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতীত অন্য কোনভাবে কার্বাইড আমদানি করিতে পারিবেন না।

১৩। **বন্দরের মাধ্যমে আমদানি।**—নিম্নলিখিত সমুদ্র বন্দর ব্যতীত অন্য কোন বন্দরের মাধ্যমে কার্বাইড আমদানি করা যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) চট্টগ্রাম;

(খ) মংলা;

(গ) খুলনা।

১৪। **কার্বাইড বহনকারী জাহাজের মাস্টার অথবা এজেন্টের দায়িত্ব।**—(১) কার্বাইড বহনকারী প্রত্যেক জাহাজের মাস্টার বা এজেন্ট বন্দরে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে এবং কার্বাইড খালাস করিবার পূর্বে কার্বাইডের পরিমাণ ও বর্ণনাসহ লিখিতভাবে কাস্টমস কমিশনার এবং বন্দর কনজারভেটরকে ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(২) কার্বাইড বহনকারী জাহাজ বন্দর কনজারভেটর কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে নোঙ্গর করিবে এবং জাহাজের কার্বাইড সম্পূর্ণ খালাস না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় সমুদ্র যাত্রা ব্যতীত, কনজারভেটরের লিখিত অনুমতি ব্যতীত উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

(৩) কার্বাইড বহনকারী জাহাজের মাস্টার বন্দরে জাহার প্রবেশের সময় হইতে কার্বাইড সম্পূর্ণরূপে খালাস না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত জাহাজ বন্দর ত্যাগ না করা পর্যন্ত জাহাজের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু সঞ্চালন নিশ্চিত করিবেন।

১৫। **জাহাজ হইতে পেট্রোলিয়াম খালাসকরণে কাস্টমস কমিশনার এর অনুমতি।**—(১) কাস্টমস কমিশনার এর লিখিত অনুমতি ব্যতীত আমদানিকৃত কার্বাইড জাহাজ হইতে খালাস করা যাইবে না।

(২) কার্বাইড আমদানি করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি কাস্টমস কমিশনার এর নিকট সরাসরি বা এজেন্টের মাধ্যমে কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা প্রধান পরিদর্শক প্রদত্ত একটি অনাপত্তিপত্র দাখিল করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২৯ এর শর্তাংশে অব্যাহতি প্রদত্ত কার্বাইডের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কাস্টমস কমিশনার লাইসেন্স বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি অথবা অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তির পর এবং প্রয়োজনবোধে তদন্ত করতঃ আমদানিকৃত কার্বাইড জাহাজ হইতে খালাস করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৪) এই বিধির কোন বিধানই অন্য কোন আইন বলে কার্বাইড আটক আদেশের ব্যাপারে কাস্টমস কমিশনার এর ক্ষমতা খর্ব করিবে না।

১৬। **ত্রুটিপূর্ণ ধারণপাত্র**।—কাস্টমস কমিশনার যদি মনে করেন যে, কার্বাইডসহ কোন ধারণপাত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ৫ এ বর্ণিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তবে তিনি প্রাপককে ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে উহা গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৭। **পরিদর্শককে সুবিধা প্রদান**।—কার্বাইড বহনকারী কোন জাহাজের মাস্টার বা মালিকের এজেন্ট জাহাজে রক্ষিত কার্বাইডের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন করিয়াছে বা করে কি না তাহা নিরূপণের জন্য কাস্টমস কমিশনার বা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত কোন পরিদর্শক বা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে জাহাজের সমস্ত কার্বাইড পরিদর্শন বা পরিদর্শনের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে এবং উক্ত কর্মকর্তা যদি নমুনা সংগ্রহে আগ্রহী হন তাহা হইলে তাহাকে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। **কার্বাইড খালাসকরণ (landing)**।—(১) কাস্টমস কালেক্টরের অনুমতিক্রমে এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত স্থানে কার্বাইড খালাস করিতে হইবে।

(২) সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে কার্বাইড খালাস করিতে হইবে।

১৯। **খালাসের পর কার্বাইড সরানো**।—জাহাজ হইতে কার্বাইড খালাসের পর কোনরূপ অযৌক্তিক দেরী না করিয়া লাইসেন্সকৃত মজুদাগারে সমস্ত কার্বাইড সরাইয়া নিতে হইবে এবং যদি জলযানের মাধ্যমে সরাইতে হয় তাহা হইলে বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্বাইড পরিবহনের জন্য উপযোগী বলিয়া স্বীকৃত খোলা বার্জের মাধ্যমে সরাইতে হইবে।

২০। **বন্দরে কার্বাইড মজুদ**।—বিধি ২১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খালাসের পর কোন কারণে কার্বাইড তৎক্ষণাৎ সরানো সম্ভব না হইলে অন্যান্য ভবন হইতে পৃথকীকৃত কোন গুদামে মজুদ করিতে হইবে।

২১। **বন্দরে ধারণপত্র অবমুক্ত করা**।—লাইসেন্সকৃত কার্বাইড বা কার্বাইডপূর্ণ ধারণপাত্র মজুদাগার ব্যতীত বন্দরের অভ্যন্তরস্থ কোন জায়গায় খোলা বা অবমুক্ত করা যাইবে না।

২২। **স্থলপথে আমদানি**।—কোন ব্যক্তি স্থলপথে কার্বাইড আমদানী করিতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করেন;

(খ) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক লাইসেন্সে প্রদত্ত শর্তসমূহ পালন করেন।

২৩। **আকাশপথে আমদানি**।—কোন ব্যক্তি আকাশপথে কার্বাইড আমদানি করিতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করেন;

(খ) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক লাইসেন্সে প্রদত্ত শর্তসমূহ পালন করেন;

(গ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ ও পদ্ধতিতে কার্বাইড পরিবহন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কার্বাইড পরিবহন

২৪। **অনধিক চার কিলোগ্রাম কার্বাইড পরিবহন।**—কোন ব্যক্তি চার কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণের কার্বাইড একত্রে পরিবহন করিতে পারিবেন না এবং অনধিক চার কিলোগ্রাম কার্বাইড পরিবহনের ক্ষেত্রে বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রের প্রত্যেকটিতে পাঁচশত গ্রামের অধিক কার্বাইড রাখিতে পারিবেন না।

২৫। **চার কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড পরিবহন।**—নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ ব্যতিরেকে চার কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড একত্রে পরিবহন করা যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রের কার্বাইড ধারণ করিতে হইবে এবং উহাদের প্রত্যেক পাত্রের একশত কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড ধারণ করা যাইবে না; এবং

(খ) কার্বাইড পরিবহনের সময় এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সকৃত মজুদাগার ব্যতিত অন্য কোন ভবনে কার্বাইড মজুদ রাখা যাইবে না।

২৬। **রেলপথে বা সড়কপথে কার্বাইড পরিবহন।**—(১) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবহনের উদ্দেশ্যে রেলওয়ে প্রশাসন বা সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকাকালে কার্বাইড সাধারণ পণ্য মজুদাগারে (goods shed) মজুদ করা যাইবে না এবং খোলা স্থানে কার্বাইড স্তূপীকৃত (stack) করিতে হইলে উহাদের পানি নিরোধক চাদর দ্বারা এমনভাবে আবৃত করিতে হইবে যাহাতে উহা না ভিজে।

(২) রেলগাড়ীতে কার্বাইড পরিবহনের ক্ষেত্রে রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুসারে স্তূপীকৃত কার্বাইড আগুন, কৃত্রিম আলো বা গ্যাস উৎপাদনকারী উপাদানসমূহ হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

২৭। **যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর মাধ্যমে কার্বাইড পরিবহন।**— নিম্নবর্ণিত শর্থ অনুসরণ সাপেক্ষে যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর মাধ্যমে কার্বাইড পরিবহন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) দুইশত পঞ্চাশ কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড পরিবহন করা যাইবে না;

(খ) কার্বাইডপূর্ণ বগিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(গ) কার্বাইডপূর্ণ বগি পানি নিরোধী হইতে হইবে।

২৮। **জলযানে কার্বাইড পরিবহন।**—সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যে বিধি বা প্রবিধি জারি করা হয় জলযানে কার্বাইড পরিবহনের ক্ষেত্রে সেই বিধি বা প্রবিধি অনুসরণ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কার্বাইড মজুদ

২৯। কার্বাইড মজুদ।—(১) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কার্বাইড মজুদ করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কার্বাইড মজুদের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না, যদি—

(ক) বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রের প্রতিটিতে অনধিক পাঁচশত গ্রাম করিয়া মোট অনধিক চার কিলোগ্রাম কার্বাইড থাকে;

(খ) বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কার্বাইড মজুদ করা হয় এবং চার কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু অনধিক একশত কিলোগ্রাম কার্বাইড—

(অ) শুষ্ক এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে এমন মজুদাগার;

(আ) কার্বাইড মজুদাগারে যাহাতে অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ই) জেলা কর্তৃপক্ষ, প্রধান পরিদর্শক এবং বিস্ফোরক পরিদর্শককে লিখিতভাবে অবহিতকরণ।

(২) কোন মজুদাগারে স্থায়ীভাবে জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকিলে উহার যন্ত্র ও ব্যবহারের নির্দেশনাপত্র এমন একটি স্থানে স্থায়ীভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে অতি সহজেই জেনারেটর চালক অনুসরণ করিতে পারেন।

(৩) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত সাপেক্ষে বন্দর সীমানার ভিতরে অস্থায়ীভাবে কার্বাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সার্ভিস কর্তৃক কার্বাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না।

৩০। কার্বাইড মজুদাগারের নির্মাণ কৌশল।—প্রত্যেকটি কার্বাইড মজুদাগারের নির্মাণ কৌশল হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) মজুদাগারের মেঝে লৌহ বা ইস্পাত দ্বারা তৈরি হইতে হইবে, যাহা বালি, ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি দ্বারা আবৃত থাকিবে এবং মাটি হইতে অন্যূন চল্লিশ সেন্টিমিটার উঁচু হইতে হইবে;

(খ) ছাদসহ বিল্ডিংটির অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী অপ্রজ্বলনীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি হইতে হইবে;

(গ) পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ও পানি নিরোধক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৩১। মজুদাগারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা।—(১) কার্বাইড মজুদাগারের মেঝে হইতে অন্যূন ত্রিশ সেন্টিমিটার উঁচুতে অবস্থিত তাকে বা অস্থায়ী (trestle) অবস্থানে কার্বাইড মজুদ করিতে হইবে।

(২) কার্বাইড মজুদাগারে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা (Ventilation) পানি নিরোধী হওয়া ছাড়াও মেঝে এমনভাবে তৈরি করিতে হইবে যাহাতে মেঝেতে আদৌ কোন পানি জমিয়া থাকিতে না পারে।

(৩) কার্বাইড মজুদাগারের মধ্যে প্রজ্বলনীয় বা দাহ্য প্রকৃতির কোন বস্তু রাখা যাইবে না।

(৪) মজুদাগারের দরজা বা অন্য কোন ছিদ্র পথে যাহাতে পানি প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩২। **কার্বাইড মজুদাগারের অবস্থান এবং নিরাপদ দূরত্ব**।—(১) কার্বাইড বসবাসযোগ্য কোন ভবন হইতে নিম্নবর্ণিত দূরত্ব বজায় রাখিয়া মজুদ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ২০০ কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু অনধিক ৫০০ কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ মিটার;

(খ) ৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু অনধিক ৫,০০০ কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের ক্ষেত্রে অন্যূন ৬ মিটার;

(গ) ৫,০০০ কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড মজুদের ক্ষেত্রে অন্যূন ৯ মিটার।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে একটি কক্ষে অনধিক ২৫০ টন কার্বাইড মজুদ সাপেক্ষে কোন ভবনে ১,০০০ টনের বেশি কার্বাইড মজুদ করা যাইবে না।

(৩) কার্বাইড মজুদাগার গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্টের অংশবিশেষ অথবা তৎসংলগ্নও হইতে পারিবে যদি উক্ত মজুদাগার প্ল্যান্টের অন্য অংশ হইতে নিচ্ছিদ্র দেওয়াল দ্বারা পৃথকীকৃত হয় এবং মজুদাগারসহ সম্পূর্ণ ভবন ও অন্যান্য ভবনের মধ্যে ১৫ মিটার নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে।

(৪) কার্বাইড মজুদাগার ১.৮মিটার উঁচু পরিবেষ্টনী বা দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত রাখিতে হইবে।

৩৩। **নিরাপদ দূরত্ব হ্রাসের ক্ষমতা**।—বিধি ৩২ এর উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত নিরাপদ দূরত্ব প্রধান পরিদর্শক, মজুদাগারের চারিদিক প্রাচীর বেস্টিত হইলে বা অন্য কোন বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, হ্রাস করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্যাস উৎপাদন

৩৪। **এই অধ্যায়ের প্রয়োগ**।—(১) এই বিধিমালার অধীনে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্সধারী ব্যক্তি কার্বাইড দ্বারা গ্যাস উৎপাদন করিতে চাহিলে তিনি এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবেন।

(২) এই অধ্যায়ের যন্ত্রপাতি অর্থে গ্যাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সকল জেনারেটর, গ্যাসধারক, পাইপ লাইন, গ্যাস পাইপ লাইনে অক্সিজেন প্রবাহ প্রতিরোধক কৌশল (device), পাইপ লাইন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ যে কোন যন্ত্র বুঝাইবে।

৩৫। **যন্ত্রপাতির গঠনপ্রণালী**।—(১) যন্ত্রপাতি এমনভাবে নির্মিত হইতে হইবে যাহাতে গ্যাস প্রবাহ বা পানি সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন পাইপ লাইনে চুনের গাঁদ প্রবেশ করিতে না পারে।

(২) পানি গেজ, অবলোকন যন্ত্র ইত্যাদিতে কাঁচের ব্যবহার পরিহার করিতে হইবে, তবে যন্ত্রপাতির কোন অংশে কাঁচের ব্যবহার অপরিহার্য হয় তবে উহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) যন্ত্রপাতি এমনভাবে নির্মাণ ও স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে বায়ু নির্দেশক সরঞ্জাম (cock) ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিচালনা সত্ত্বেও উৎপাদন কক্ষকে বায়ু নিরোধীভাবে বন্ধ করা সম্ভব হয়।

(৪) জেনারেটরের অভ্যন্তরে বায়ুর-জায়গা (air-space), যন্ত্রপাতি দ্বারা যথাযথভাবে সম্পাদিতব্য কাজের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, যতদূর সম্ভব স্বল্প পরিমাণে হইতে হইবে।

(৫) নির্গমন পাইপ লাইন (blow pipe) এর উন্মুক্ত অগ্রভাগ (nozzle) ব্যতীত যন্ত্রপাতির কোন অংশে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি তামা ধাতুসম্পন্ন কোন ধাতু থাকিবে না।

(৬) যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশ যথেষ্ট মজবুত হইতে হইবে, যাহাতে উক্ত যন্ত্রে সৃষ্ট যে কোন পরিমাণ চাপ উহা প্রতিরোধ করিতে পারে।

(৭) গ্যাস পরিবাহী পাইপের আকার গ্যাস উৎপাদনের সর্বোচ্চ হারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে, যাহাতে পাইপলাইনের কপাট বা ভাল্ব হইতে অবাঞ্ছিত কোন বিপরীত চাপ সৃষ্টি হইতে না পারে।

৩৬। **যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা**।—যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা অন্যূন শতকরা ৯০ ভাগ হইতে হইবে।

৩৭। **যন্ত্রপাতির তাপমাত্রা**।—যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহার কোন অংশের তাপমাত্র ৮২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের (82°C) অধিক হইবে না।

৩৮। **চাপ**।—(১) যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ১৫০ সেন্টিমিটারের অধিক পানি স্তম্ভ চাপমাত্রায় কাজ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে, কোন উৎপাদনশীল যন্ত্রে উচ্চ চাপমাত্রা প্রয়োজন এবং উক্তরূপ উচ্চ চাপমাত্রার ফলে বিপদের আশংকা নাই, তাহা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অনধিক ৬২৫ সেন্টিমিটার পানি স্তম্ভ চাপমাত্রা পর্যন্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি এই শর্তে প্রদান করিতে পারিবে যে, যন্ত্রপাতি উপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকিবে এবং ১৫০ সেন্টিমিটারের অধিক পানি স্তম্ভ চাপমাত্রায় পরিচালিত হইলে উহা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকিবে।

(২) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চালন বন্ধ এবং উহার ফলশ্রুতিতে যাহাতে অকস্মাৎ চাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া দুর্ঘটনা না ঘটে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩৯। **গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে সতর্কতা**।—(১) যন্ত্রপাতি হইতে যাহাতে কোন গ্যাস ছিদ্র পথে নির্গত না হয় সে লক্ষ্যে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) গ্যাস ধারক (gas holder) সংযুক্ত ব্লো-অফ পাইপকে উন্মুক্ত স্থানের একটি উপযুক্ত বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে হইবে।

৪০। **কার্বাইড বিগলন (decomposition)**।—(১) কার্বাইডকে যন্ত্রের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে বিগলন করিতে হইবে যাহাতে যন্ত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত চুনের গাঁদ বা চুনের বর্জ্য আরো গ্যাস উৎপাদনে সক্ষম না হয়।

(২) কার্বাইড বিগলনের সময় যন্ত্রে আলকাতরা বা ভারী ঘণীভূত পদার্থ জমা হইতে দেওয়া যাইবে না।

৪১। **তলানী**।—(১) কার্বাইড হইতে প্রাপ্ত তলানী একটি উন্মুক্ত স্থানে তলানীর অন্যূন চারগুণ পরিমাণ পানি রহিয়াছে এমন একটি উন্মুক্ত পুকুরে অন্যূন দশ ঘন্টা পর্যন্ত নিমজ্জিত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

(২) চুনের গাঁদ বা চুনের বর্জ্য যাহাতে কোন নালা বা নর্দমায় প্রবাহিত না হয় সে ব্যাপারে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৪২। চালকবৃন্দ।—(১) কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যন্ত্রপাতি চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) বাংলা ভাষায় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিস্তারিত নির্দেশনা সম্বলিত একটি মুদ্রিত কার্ড এবং উপ-বিধি (১) এর নির্দেশনানুসারে লাইসেন্স গ্রহীতা একজন চালককে তাহার নাম উল্লেখপূর্বক যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় তাহা যন্তপাতির উপর অথবা যন্ত্রপাতির সন্নিকটে প্রদর্শিত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
লাইসেন্স

৪৩। কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স।—(১) কোন ব্যক্তি কার্বাইড আমদানি ও মজুদ করিতে চাহিলে এই বিধির অধীন তফসিল ১ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষে নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে 'ক' ফরমে নিম্নবর্ণিত তথ্যসম্বলিত পাঁচটি নকশাসহ দরখাস্ত দাখিল করিবেন, যথা ঃ—

(ক) কার্বাইড মজুদের প্রস্তাবিত প্রাঙ্গণের পরিসীমার বাহিরে চতুর্পার্শ্বে অন্যূন ১০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত স্থাপনাদির চিত্রসহ উক্ত প্রাঙ্গণের এবং উহাতে মজুদাগারের এবং প্রযোজ্য হইলে, এ্যাসিটিলিন জেনারেটরের অবস্থানের রৈখিক চিত্র এবং উক্ত প্রাঙ্গণ ও মজুদাগারের এবং এ্যাসিটিলিন জেনারেটরের অবস্থান ও নির্মাণ পরিকল্পনা;

(খ) উক্ত প্রাঙ্গণ ও উহাতে অবস্থিত সুবিধাদির নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানাবলী পালনের পরিকল্পনার রৈখিক চিত্র।

(গ) নকশায় সুস্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা ঃ—

(অ) যে উপায়ে এই সকল বিধিতে নির্ধারিত শর্তগুলি প্রতিপালিত হইয়াছে;

(আ) অনুমোদিতব্য কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণ এলাকা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে বা অন্যভাবে নির্দেশ করিতে হইবে;

(ই) পরিবেষ্টন এবং স্থাপনাসমূহ;

(ঈ) গ্যাস জেনারেটর প্ল্যান্টসহ স্থাপনার অন্তর্গত সকল ইমারত ও অন্যান্য নির্মাণাদি।

(২) কোন ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক ব্যতিত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ হইলে, লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত নকশা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এর অধীনে দাখিলকৃত দরখাস্ত বিবেচনার সুবিধার্থে প্রধান পরিদর্শক দরখাস্তকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তিনি নিজে উপরোল্লিখিত পরিবহন যান বা কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিতে পারিবেন বা একজন বিস্ফোরক পরিদর্শককে উপরোক্ত পরিবহন যান বা কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত নকশা ও বিনির্দেশ নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন, যদি করা হয়, সম্পন্ন করিয়া প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কার্বাইড নিরাপদে মজুদ এবং উহা দ্বারা নিরাপদে গ্যাস উৎপাদন করা যাইবে, তবে তিনি একটি বা এক সেট, যাহা প্রযোজ্য, নকশা অনুমোদন করিয়া ফেরৎ দিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত নকশা, প্রার্থিত লাইসেন্সের শর্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসারে প্রস্তাবিত মজুদাগার, স্থাপনা, প্রাঙ্গণ অথবা পরিবহন যানের নির্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া 'ঙ' ফরম এর ছক অনুসারে নির্মাণ সম্পূর্ণকরণের প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান পালনের অঙ্গীকারপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স প্রার্থী দাখিল করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন এবং অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মজুদাগার, স্থাপনা বা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিয়া প্রার্থিত লাইসেন্সের শর্তাবলী এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে প্রতিবেদন এবং অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ক্ষেত্রমত ফরম খ, গ অথবা ঘ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুসারে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৬) অনুসারে কার্বাইড মজুদ এবং গ্যাস উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৪৪। **জেলা প্রশাসনের আপত্তি**।—কোন স্থানে কার্বাইড মজুদ, নাড়াচাড়া অথবা গ্যাস উৎপাদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের আপত্তি থাকিলে সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত স্থানে কার্বাইড মজুদ বা গ্যাস উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না।

৪৫। **লাইসেন্সের মেয়াদ**।—এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স যে বৎসরে প্রদান করা হইবে উক্ত বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্বল্প মেয়াদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইলে উহা ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বের যে কোন তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা যাইতে পারে।

৪৬। **লাইসেন্স সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ**।—বিধি ৪৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ও তৎসংযুক্ত অনুমোদিত নকশার একটি করিয়া অনুলিপি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে এবং একটি রেজিস্ট্রারে সংক্ষেপে উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

৪৭। **লাইসেন্সের শর্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা**।—প্রধান পরিদর্শক কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোন লাইসেন্সের শর্ত পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৪৮। **লাইসেন্স সংশোধন**।—(১) এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্স সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি;

(খ) লাইসেন্সের মূল কপি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুমোদিত নকশার মূল কপি;

(গ) লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ৫ (পাঁচ) সেট নকশা।

(৩) লাইসেন্স সংশোধনের দরখাস্ত প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ এই বিধি অনুযায়ী সন্তুষ্ট হইলে প্রার্থিত সংশোধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুসারে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স সংশোধনের বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

৪৯। **লাইসেন্স নবায়ন**।—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ না হইলে কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি আদায় সাপেক্ষে অন্যূন এক বৎসর এবং অনধিক চার বৎসরের জন্য লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার অনধিক ত্রিশ দিন পূর্বে নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ 'ক' ফরম এ লাইসেন্স নবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) লাইসেন্সের মূল কপি; এবং

(খ) অনুমোদিত নকশা।

(৩) উপ-বিধি (২) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন না করিলে নির্ধারিত ফি এর দ্বিগুণ হারে নবায়ন ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হইলে লাইসেন্স নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়নের আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিবে এবং নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত ও উহার কারণ সম্পর্কে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

৫০। **লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি** ।—(১) এই বিধিমালার কোন বিধান বা প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে লাইসেন্সগ্রহীতাকে লাইসেন্স বাতিলের কারণ দর্শানোর জন্য অন্যূন দশ দিনের একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ হওয়ার ফলে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি লাইসেন্সগ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি ব্যতিরেকে অনধিক ছয় মাসের জন্য লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সগ্রহীতা কোন বক্তব্য পেশ করিলে, উহা বিবেচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে কার্বাইড মজুদাগারে কার্বাইড মজুদ থাকিলে উক্ত কার্বাইড সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে এবং লাইসেন্সগ্রহীতা উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৫১। **লাইসেন্স হস্তান্তর নিষিদ্ধ** ।—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(২) কোন কার্বাইড মজুদাগার বা স্থাপনা বা পরিবহন যানের মালিকানা হস্তান্তর হইলে উক্ত মজুদাগার, স্থাপনা বা পরিবহন যানের নতুন মালিক এই বিধিমালার অধীন নতুন লাইসেন্সের জন্য মালিকানা হস্তান্তরের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হস্তান্তরের প্রমাণপত্র, পূর্ব অনুমোদিত নকশার অনুরূপ স্বাক্ষরিত ৫(পাঁচ) কপি নকশা এবং নির্ধারিত ফি-সহ নির্ধারিত ফরমে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন।

৫২। **আপীল** ।—(১) লাইসেন্স মঞ্জুর, সংশোধন বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রধান পরিদর্শক হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট এবং কর্তৃপক্ষ প্রধান পরিদর্শক ব্যতিত অন্য কোন কর্মকর্তা হইলে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিবে উক্ত আদেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশের অনুলিপিসহ আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

৫৩। **লাইসেন্স হারানো।**—কোন লাইসেন্স নষ্ট হইলে বা হারাইয়া গেলে বা উহা ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে, অনুমোদিত নক্শার অনুরূপ এক প্রস্থ নকশা এবং মূল লাইসেন্স ফি-এর শতকরা ২০% ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করিয়া চালানের একটি অনুলিপিসহ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিলে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের একটি ডুপ্লিকেট কপি প্রদান করিবে।

৫৪। **ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি।**—এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় সকল ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে "১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১" কোডে জমা দিয়া চালানের মূল কপি (১ম কপি) দাখিল করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

দুর্ঘটনা ও তদন্ত

৫৫। **দুর্ঘটনার নোটিশ।**—(১) কার্বাইড হইতে সৃষ্ট কোন দুর্ঘটনা বা অগ্নিকান্ডের ফলে কোন ব্যক্তি গুরুতর আহত হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা কোন সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট কার্বাইড অধিকারে রাখা, পরিবহন অথবা নাড়াচাড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত দুর্ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় নিকটতম থানা এবং প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং উক্ত সংবাদ পাওয়ার পর প্রধান পরিদর্শক অবিলম্বে বিষয়টি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করিবেন।

(২) প্রতিটি কার্বাইড মজুদাগার, স্থাপনা বা গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্টে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিস্ফোরক পরিদর্শকের ঠিকানা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫৬। **দুর্ঘটনার ধ্বংসাবশেষ অপসারণে বাধা-নিষেধ।**—(১) প্রধান পরিদর্শক অথবা তাহার প্রতিনিধি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা পর্যন্ত অথবা পরিদর্শন বা পরীক্ষাকার্য চালাইবার প্রয়োজনীয়তা নাই মর্মে প্রধান পরিদর্শক এর নিকট হইতে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থলের ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করা যাইবে না।

(২) কার্বাইড হইতে সৃষ্ট কোন দুর্ঘটনা বা অগ্নিকান্ডের ফলে আহত ব্যক্তির উদ্ধারকার্য অথবা নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ অপসারণ অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৫৭। **দুর্ঘটনা তদন্ত।**—(১) আইনের ধারা ২৮ এর অধীন সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার অধীনস্থ অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা মেট্রোপলিটন এলাকার পুলিশ কমিশনার বা তাহার অধীনস্থ কোন পুলিশ কর্মকর্তা কোন তদন্তকার্য পরিচালনা শুরু করার পূর্বে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিকে উক্তরূপ তদন্ত সম্পর্কে অন্যূন ৩ দিনের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত সময় অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশ প্রদান করিয়া তদন্ত শুরু করিতে পারিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তদন্ত করিবেন, তবে উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ পাওয়ার পরও প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকিলে এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অত্যাবশ্যক মনে করিলে তদন্তকার্য চালাইতে পারিবেন।

(৩) তদন্তের সময় প্রধান পরিদর্শক বা তাঁর প্রতিনিধি দুর্ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি তাহার জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে বা ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা জিনিসপত্রের অধিকারী উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে এই বিধির অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ এবং পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া তদন্ত সমাপনের পনর দিনের মধ্যে তদন্তের একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট এবং উহার একটি অনুলিপি প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৫৮। ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম।—(১) কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক পরিদর্শনকালে যদি দেখিতে পান যে, কার্বাইডের কোন স্থাপনা, মজুদাগার, পরিবহন যান বা ধারণ পাত্র এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্তাবলী অনুযায়ী ব্যবহার করা হইতেছে না বরং উহাদের ব্যবহার মারাত্মক বা ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির এবং উহাদের কার্যক্রম জনগণের জানমালের ক্ষতিকারক বা কোন ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ তাহা হইলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্তরূপ মারাত্মক কার্যক্রম বন্ধের জন্য উল্লিখিত স্থাপনা, মজুদাগার, ধারণপাত্র, পরিবহন যান ইত্যাদির মালিককে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রধান পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলে প্রধান পরিদর্শকের আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রত্যেক আপীল লিখিতভাবে করিতে হইবে এবং আপীলের সহিত একটি নির্দেশনামা সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত কোন নির্দেশ নির্দেশপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন না করেন বা আপীলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিদর্শকের আদেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এই বিধি লংঘনকারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবেন।

৫৯। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এতদ্বারা The Carbide of Calcium Rules, 1937 রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ও অনুমোদন, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বহাল থাকিবে।

তফসিল-১

{বিধি ৪৩ দ্রষ্টব্য}

কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	লাইসেন্স ফরম (তফসিল-২ দ্রষ্টব্য)	লাইসেন্সের উদ্দেশ্য	কর্তৃপক্ষ
১	খ	অনধিক ৫০০ কিলোগ্রাম কার্বাইড আমদানি ও মজুদ।	প্রধান পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক।
২	গ	৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড আমদানি ও মজুদ।	প্রধান পরিদর্শক।
৩	ঘ	এ্যাসিটিলিন উৎপাদন প্ল্যান্টের অংশবিশেষ মজুদাগারের কার্বাইড মজুদ ও আমদানি।	প্রধান পরিদর্শক।

তফসিল-২

ফরমসমূহ {বিধি ২(ঢ) এবং ৪৩ দ্রষ্টব্য}

'ক' ফরম

{বিধি ৪৩, ৪৮ এবং ৪৯ দ্রষ্টব্য}

কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর/সংশোধন/নবায়নের জন্য দরখাস্ত।

		এই কলামে জবাব লিখিতে হইবে
১।	দরখাস্তকারীর নাম	ঃ
	পেশা	ঃ
	ঠিকানা	ঃ
২।	যে মজুদাগারে কার্বাইড মজুদ হইবে উহার অবস্থান	
	জেলা	ঃ
	উপজেলা/থানা	ঃ
	শহর বা গ্রাম	ঃ
৩।	আমদানিতব্য ও মজুতব্য কার্বাইডের পরিমাণ	ঃ
৪।	কোন ফরমে লাইসেন্স প্রয়োজন	ঃ
৫।	পূর্বে মজুদকৃত কার্বাইডের পরিমাণ, যদি থাকে	ঃ
৬।	কার্বাইড আমদানি ও মজুদের উদ্দেশ্য	ঃ
৭।	কি ধরনের পাত্রে কার্বাইড রাখা হইবে	ঃ
	পাত্রের ধারণ ক্ষমতা কত	ঃ
	জলীয় বাষ্প প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা আছে	ঃ
	কি কি উপাদানে পাত্রটি নির্মিত	ঃ
৮।	কোন ভবনের অংশবিশেষে কি কার্বাইড মজুদ করা হইবে	ঃ
	মজুদাগারের নির্মাণ কাঠামো কেমন	ঃ
	কার্বাইড মজুদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কি মজুদাগার ব্যবহার করা হইবে	ঃ
	ব্যবহার হইলে তাহা কি উদ্দেশ্যে	ঃ
৯।	এসিটিলিন গ্যাস প্রস্তুতের জন্য কি কার্বাইড ব্যবহৃত হইবে—	ঃ
	(ক) জেনারেটরের গঠনপ্রণালী কেমন (নক্শা দাখিল করিতে হইবে) এবং ধারণক্ষমতা কত	ঃ
	(খ) জেনারেটর কক্ষের বর্ণনা	ঃ
	(গ) অন্য ভবন হইতে কক্ষটি কিভাবে পৃথককৃত	ঃ
	(ঘ) অন্য কোন উদ্দেশ্যে কি ভবনটি ব্যবহার করা হইবে	ঃ
	জেনারেটরটি কিভাবে উহার তলানী ত্যাগ করিবে	ঃ
	জেনারেটর চালকের ইহা ব্যবহারের যোগ্যতা আছে কি	ঃ
৮।	ডিলারের নাম ও ঠিকানা	ঃ
	মন্তব্য	ঃ

	দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর	ঃ
	দরখাস্তকারীর ডাক যোগাযোগের ঠিকানা	ঃ
	দরখাস্তের তারিখ	ঃ

'খ' ফরম

[বিধি ৪৩(৬) দ্রষ্টব্য]

অনধিক ৫০০ কিলোগ্রাম কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স

নং ..... ফি .....

এতদ্বারা ..... কে Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) ও তদধীন প্রণীত ক্যালসিয়াম কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধানাবলী এবং অধিকন্তু, অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে .....কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর.....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ ঃ কর্তৃপক্ষ।

নকসা নং ..... তারিখ.....

উপরোল্লিখিত মজুদাগারের বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণটি ..... তারিখে..... কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গণটি এতদ্‌সংযুক্ত অনুমোদিত নকসা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১ ও ২ এবং বিধি ২(খ), ৩০, ৩১, ৩২, ৫৫(২) ও.....এর প্রতিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

কর্তৃপক্ষ।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইতে পারে এবং উপরোক্ত যে সমস্ত বিধানাবলী ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে উহার যে কোনটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য তিন মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

১। কার্বাইড কেবলমাত্র মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে।

২। কার্বাইড পানি বা জ্বলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না তবে যদি দৈব দুর্বিপাকে উক্তরূপ সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলে নির্গত প্রজ্বলনীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ ঘটিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩। অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ধূমপান, আগুন বা কৃত্রিম আলো বা এসিটিলিন গ্যাস নির্গত হইতে পারে এমন উপাদান কার্বাইডের সহিত একত্রে রাখা যাইবে না কিংবা কার্বাইড মজুদাগারের সন্নিকটে রাখা যাইবে না।

৪। কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত মজুদাগার এ কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না।

৫। কর্তৃপক্ষ কার্বাইড মজুদাগারের নিরাপত্তাজনিত কারণে ও মেরামত করার প্রয়োজনে যদি লাইসেন্সগ্রহীতাকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তবে লাইসেন্সগ্রহীতা নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিবেন।

৬। কার্বাইড পুনঃভর্তি এবং প্রেরণের সময় কেবলমাত্র পাত্রসমূহ খোলা যাইবে এবং প্রতিবারে একটিমাত্র পাত্র খোলা যাইবে এবং কার্বাইড খালাস বা পুনঃভর্তি করিবার সময় উপযুক্ত প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে কার্বাইড জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে না আসে এবং যাহাতে উহা হইতে প্রজ্বলনীয় গ্যাস নির্গত না হয়।

৭। এক কিলোগ্রামের অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক পাত্রকে তালাবদ্ধ অবস্থায় অথবা কোন তালাবদ্ধ পাত্রে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে ।

৮। কার্বাইড মজুদাগারে গ্যাস উৎপন্ন করা যাইবে না।

৯। লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্সবিহীন কোন ব্যক্তিকে বিশ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড সরবরাহ করিতে পারিবেন না।

১০। লাইসেন্সগ্রহীতা কার্বাইড বিক্রয় বা সরবরাহের এবং অবশিষ্ট কার্বাইডের হিসাব রাখিবেন এবং এই হিসাব তারিখের ক্রমানুসারে পূর্ববর্তী জের, প্রাপ্তি, বিক্রয় এবং অবশিষ্ট নির্দেশ করিবে।

১১। কোন অননুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রক্ষিত কার্বাইড বা কার্বাইডপূর্ণ পাত্রের নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২। কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণে যদি এমন কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটে যাহাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় বা কোন লোক গুরুতর আহত হয় অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশকে অবিলম্বে দ্রুততম পন্থায় জানাইতে হইবে।

১৩। কোন পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না তাহা নির্ণয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

১৪। মজুদাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ঝাঁট দেওয়া, জঞ্জাল ও ধূলাবালি সাবধানতার সহিত অপসারণ করিতে হইবে এবং গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

'গ' ফরম

[বিধি ৪৩(৬) দ্রষ্টব্য]

৫০০ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স

নং..... ফি.....

এতদ্বারা .....
..... কে
Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) ও তদধীন প্রণীত কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধানাবলী এবং অধিকন্তু, অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে ..... কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর.....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ ঃ প্রধান পরিদর্শক।

নকসা নং ..... তারিখ.....

উপরোল্লিখিত মজুদাগারের বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণটি ..... তারিখে..... কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গণটি এতদ্‌সংযুক্ত অনুমোদিত নকসা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১ ও ২ এবং বিধি ২(খ), ৩০, ৩১, ৩২, ৫৫(২) ও.....এর প্রতিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

প্রধান পরিদর্শক।

লাইসেন্স নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইতে পারে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধানাবলী ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে উহার যে কোনটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য তিন মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

১। কার্বাইড কেবলমাত্র মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে।

২। কার্বাইড পানি বা জ্বলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না তবে যদি দৈব দুর্বিপাকে উক্তরূপ সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলে নির্গত প্রজ্বলনীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ ঘটিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩। কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কার্বাইড মজুদাগার এ কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না।

৪। অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ধূমপান, আগুন বা কৃত্রিম আলো বা এসিটিলিন গ্যাস নির্গত হইতে পারে এমন উপাদান কার্বাইডের সহিত একত্রে রাখা যাইবে না বা কার্বাইড মজুদাগারের সন্নিকটে রাখা যাইবে না।

৫। কর্তৃপক্ষ মজুদাগারের নিরাপত্তাজনিত কারণে ও মেরামত করার প্রয়োজনে যদি লাইসেন্সগ্রহীতাকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তবে লাইসেন্সগ্রহীতা নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিবেন।

৬। কার্বাইড পুনঃভর্তি এবং প্রেরণের সময় কেবলমাত্র পাত্রসমূহ খোলা যাইবে এবং প্রতিবারে একটিমাত্র পাত্র খোলা যাইবে এবং কার্বাইড খালাস বা পুনঃভর্তি করিবার সময় উপযুক্ত প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে কার্বাইড জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে না আসে এবং যাহাতে উহা হইতে প্রজ্বলনীয় গ্যাস নির্গত না হয়।

৭। এক কিলোগ্রামের অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক পাত্রকে তালাবদ্ধ অবস্থায় অথবা কোন তালাবদ্ধ পাত্রে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে ।

৮। কার্বাইড মজুদাগারে গ্যাস উৎপন্ন করা যাইবে না।

৯। লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্সবিহীন কোন ব্যক্তিকে বিশ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড সরবরাহ করিবেন না।

১০। লাইসেন্সগ্রহীতা কার্বাইড বিক্রয় বা সরবরাহের এবং অবশিষ্ট কার্বাইডের হিসাব রাখিবেন এবং এই হিসাব তারিখের ক্রমানুসারে পূর্ববর্তী জের, প্রাপ্তি, বিক্রয় এবং অবশিষ্ট নির্দেশ করিবে।

১১। কোন অননুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রক্ষিত কার্বাইড বা কার্বাইডপূর্ণ পাত্রের নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২। কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণে যদি এমন কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটে যাহাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় বা কোন লোক গুরুতর আহত হয় অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান পরিদর্শককে অবিলম্বে দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৩। কোন পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না তাহা নির্ণয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

১৪। মজুদাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ঝাঁট দেওয়া, জঞ্জাল ও ধূলাবালি সাবধানতার সহিত অপসারণ করিতে হইবে এবং গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

'ঘ' ফরম

[বিধি ৪৩(৬) দ্রষ্টব্য]

গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্ট সংযুক্ত মজুদাগারে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্স

নং..... ফি.....

এতদ্বারা.....

.....

কে Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) ও তদধীন প্রণীত কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধানাবলী এবং অধিকন্তু, অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে..... কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর.....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ ঃ প্রধান পরিদর্শক।

নক্সা নং ..... তারিখ .....

উপরোল্লিখিত মজুদাগারের বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণটি.....তারিখে.....কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গণটি এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নক্সা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১ ও ২ এবং বিধি ২(খ), ৩০, ৩১, ৩২, ৫৫(২) ও .....এর প্রতিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

প্রধান পরিদর্শক।

লাইসেন্স নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শনকালে এতদ্সংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইতে পারে এবং উপরন্তু, যে সমস্ত বিধানাবলী ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে উহার যে কোনটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য তিন মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং পরবর্তীতে প্রত্যেক অপরাধের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ড প্রদান করা যাইতে পারে।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

১। (ক) কার্বাইড কেবলমাত্র মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে;

(খ) মজুদাগার গ্যাস প্ল্যান্টের অন্যান্য ভবন হইতে নিশ্ছিদ্র ও স্থায়ী দেওয়াল দ্বারা পৃথকীকৃত থাকিবে। মজুদাগার হইতে এসিটিলিন প্ল্যান্ট এরিয়ায় কার্বাইডের ধারণপাত্রগুলি গমনাগমনের কোন পথ খোলা থাকিলে যাতায়াতের জন্য উহা যথোপযুক্ত হইতে হইবে। গমনাগমনের পথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় এমন অগ্নি-নিরোধী দরজা যুক্ত থাকিবে;

(গ) মেঝের কাছাকাছি এবং ছাদের নিকটে মজুদাগারের পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যাহা অবশ্যই পানি-নিরোধী হইবে এবং বায়ু চলাচলের পথসমূহ প্রতিবৈর্ঘিক সেন্টিমিটারে অন্তত ১১টি ফাঁসযুক্ত দুই স্তরবিশিষ্ট সুক্ষ্ম তামার তার জালি বা অন্য কোন অক্ষয়িষ্ণু ধাতব তারের জালি আচ্ছাদিত থাকিবে।

২। কার্বাইড পানি বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না তবে যদি দৈব দুর্বিপাকে উক্তরূপ সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলে নির্গত প্রজ্বলনীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ ঘটিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩। অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ধূমপান, আগুন বা কৃত্রিম আলো বা এসিটিলিন গ্যাস নির্গত হইতে পারে এমন উপাদান কার্বাইডের সহিত একত্রে রাখা যাইবে না কিংবা কার্বাইড মজুদাগারের সন্নিকটে রাখা যাইবে না।

৪। কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কার্বাইড মজুদাগার এ কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না।

৫। কর্তৃপক্ষ কার্বাইড মজুদাগারের নিরাপত্তাজনিত কারণে ও মেরামত করার প্রয়োজনে যদি লাইসেন্সগ্রহীতাকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তবে লাইসেন্সগ্রহীতা নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিবেন।

৬। কার্বাইড পুনঃভর্তি এবং প্রেরণের সময় কেবলমাত্র পাত্রসমূহ খোলা যাইবে এবং প্রতিবারে একটিমাত্র পাত্র খোলা যাইবে এবং কার্বাইড খালাস বা পুনঃভর্তি করিবার সময় উপযুক্ত প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে কার্বাইড জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে না আসে এবং যাহাতে উহা হইতে প্রজ্বলনীয় গ্যাস নির্গত না হয়।

৭। এক কিলোগ্রামের অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক পাত্রকে তালাবদ্ধ অবস্থায় অথবা কোন তালাবদ্ধ পাত্রে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে।

৮। কার্বাইড দ্বারা গ্যাস উৎপন্ন করিবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রাক-সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইবে ঃ—

(ক) অনধিক এক কিলোগ্রাম কার্বাইড ধারণক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন স্থায়ী পাত্র ব্যতীত গ্যাস প্রস্তুত ও মজুদের জন্য যন্ত্রপাতিকে পৃথক পৃথক ভবনে বা সুবিধাজনক খোলা জায়গায় রাখিতে হইবে;

(খ) এই ধরণের যন্ত্রপাতিকে যতদূর সম্ভব পৃথক রাখিতে হইবে যাহাতে একটি অপরটির সংস্পর্শে না আসে এবং যদি একই ভবনে রাখা হয় তাহা হইলে উহাতে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং উহা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) যে স্থানে যন্ত্রপাতি রাখা হয় সেই স্থানে আগুন, অগ্নিশিখা বা কৃত্রিম আলো বা অন্য কোন উপাদান যাহা হইতে প্রজ্বলনীয় গ্যাস নির্গত হইতে পারে, রাখা যাইবে না;

(ঘ) অক্সি-এসিটিলিন ওয়েল্ডিং বা কাটিংয়ে যখন এসিটিলিন জেনারেটর ব্যবহার করা হয় তখন গ্যাস পাইপ লাইনে অক্সিজেনের প্রবাহে বাঁধা দেওয়ার জন্য একটি ভাল যন্ত্র রাখিতে হইবে;

(ঙ) প্রত্যেক গ্যাস পাইপের জন্য একটি পৃথক যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রত্যেক যন্ত্রকে একটি নির্দিষ্ট কার্য ক্ষমতায় রাখিতে হইবে এবং এমন একটি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রাখিতে হইবে যাহাতে কোন দুর্ঘটনার সময় কোন ব্যক্তি আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়;

(চ) গ্যাস প্রস্তুতের সহিত সম্পর্কিত যে সমস্ত বিধানাবলী আছে সে সমস্ত বিধানাবলী মজুদাগারে প্রদর্শিত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

৯। লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্সবিহীন কোন ব্যক্তিকে বিশ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড সরবরাহ করিবেন না।

১০। লাইসেন্সগ্রহীতা কার্বাইড বিক্রয় বা সরবরাহ এবং অবশিষ্ট কার্বাইডের হিসাব রাখিবেন এবং এই হিসাব তারিখের ক্রমানুসারে পূর্ববর্তী জের, প্রাপ্তি, বিক্রয় এবং অবশিষ্ট নির্দেশ করিবে।

১১। কোন অননুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রক্ষিত কার্বাইড বা কার্বাইডপূর্ণ পাত্রের নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২। কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণে যদি এমন কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটে যাহাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় বা কোন লোক গুরুতর আহত হয় অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান পরিদর্শককে অবিলম্বে দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৩। কোন পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে কার্বাইড মজুদাগার বা মজুদাগার প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না নির্ণয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

১৪। মজুদাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ঝাঁট দেওয়া, জঞ্জাল, ধূলাবালি সাবধানতার সহিত অপসারণ করিতে হইবে এবং গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

'ঙ' ফরম

[বিধি ৪৩ (৫) দ্রষ্টব্য]

নির্মাণ সম্পন্নকরণ প্রতিবেদন ও অঙ্গিকারপত্র

এই মর্মে অবহিত করিতেছি যে,

(ক) .....স্থাপিত কার্বাইড মজুদাগার/ গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্ট ও তদস্থিত প্রাঙ্গণ প্রধান পরিদর্শক/বিস্ফোরক পরিদর্শক,.....কর্তৃক অনুমোদিত নকসা নম্বর..... তারিখ.....অনুসারে নির্মাণ করা হইয়াছে।

(খ) বিধি ৪(১) অনুসারে নিরাপত্তা লেবেল, বিধি ৪(২) অনুসারে একটি সাইনবোর্ড এবং বিধি ৪(৩) অনুসারে লাইসেন্স নম্বর প্রাঙ্গণে লটকানো হইয়াছে।

এই মর্মে অঙ্গিকার করিতেছি যে,

(ক) আইন অনুযায়ী প্রাধিকৃত যে কোন কর্মকর্তা চাহিবামাত্র মূল লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক অনুলিপি দেখাইতে বাধ্য থাকিব।

(খ) বিধি ৭ অনুসারে প্রস্তাবিত মজুদাগার, স্থাপনা বা প্রাঙ্গণটি সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণাসম্পন্ন একজন যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে।

(গ) বিধি ৫৫(২) এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান পরিদর্শক এবং বিস্ফোরক পরিদর্শক,.....এর টেলিফোন নম্বরসহ তাহাদের দপ্তরের পূর্ণ ঠিকানা কার্বাইড মজুদাগার, প্রাঙ্গণ, স্থাপনা বা পরিবহন যানে সংরক্ষণ করা হইবে।

তারিখ ঃ .....

দরখাস্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার শহিদুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।